ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী
দ্বিতীয় শ্রেণি
বিষয়:বাংলা
১ম পর্ব পরীক্ষার লেকচার শিট

নানা রঙের ফুলফল

শব্দার্থ:
কোষ= কোয়া, কাঁঠাল বা কমলালেবুর আলগা অংশ।
দানা = বিচি, বীজ, ছোলা, মটর বা গম।
খোসা = ছাল, চামড়া, ফল বা সবজির আবরণ।
সুগন্ধ = সুবাস, যার ভালো গন্ধ আছে।

শূণ্যস্থানপূরণ কর:
১. গোলাপ ফোটে সারা বছর।
২. গোলাপের সুগন্ধ আছে।
৩. সূর্যমুখী ও গাঁদাফুলের রং হলুদ।
৪. পাকা বাতাবিলেবুর ভেতরটা হালকা গোলাপি রঙের।
৫. পাকা ডালিমের ছোট ছোট দানা টুকটুকে লাল।
৬.জামরুলের রং সাদা।
৭. কাঁঠালের রসভরা কোষ খেতে কী যে মজা।
৮. খোসা ছাড়িয়ে কলা খাও।
৯. গোলাপ দেখতে সুন্দর।

যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে শব্দ তৈরি কর:
ষ্ণ = ষ্ + ণ; উষ্ণ, তৃষ্ণা, কৃষ্ণচূড়া।
ন্ত = ন্ +ত; অন্ত, শান্ত, কিন্তু।
ঙ্গ = ঙ +গ, সঙ্গী, বঙ্গ, বাঙ্গি।

এক কথায় উত্তর দাও / ছোট প্রশ্নের উত্তর দাও:
১. কোন ফুল সারা বছর ফোটে?
উত্তর :গোলাপ।
২. কোন ফুলটি দেখতে হলুদ রঙের?
উত্তর: সূর্যমুখী ও গাঁদাফুল।
৩. কোন ফুলের চারটি সাদা পাপড়ি আছে?
উত্তর: দোলনচাঁপা।
৪. পাকা ডালিমের দানা কোন রঙের ?
উত্তর: টুকটুকে লাল।

৫. বিলে ঝিলে ফোটে কোন ফুল?
উত্তর: শাপলা।
৬. সুগন্ধ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: সুবাস।
৭. পলাশ ফুলের রং কী?
উত্তর: লাল।
৮. পাকা তরমুজের ভিতরের রং কেমন?
উত্তর: লাল।
৯. 'হরেক রকম ফল' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: বিভিন্ন প্রকার ফল।
১০. 'সাদা' এর বিপরীত শব্দ কী?
উত্তর: কালো।
১১. 'কৃষ্ণচূড়া' শব্দে কী কী যুক্তবর্ণ আছে?
উত্তর: ষ্ +ণ।
১২. 'বাঙ্গি' শব্দে কী কী যুক্তবর্ণ আছে?
উত্তর: ঙ + গ।
১৩. দানা শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বীজ।
১৪. খোসা শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ছাল।

<u>বড় প্রশ্নের উত্তর দাও:</u>

১. কী কী ফুল লাল রঙের হয়?
উত্তর: 'নানা রঙের ফুলফল' গল্পে অনেক রঙের ফুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মাঝে কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ এবং কিছু কিছু জবা, গোলাপ ও শাপলা ফুল লাল রঙের হয়ে থাকে।

২. সুগন্ধী ফুল কী কী?
উত্তর: আমাদের দেশ ফুলের দেশ। এ দেশে নানা রঙের ফুল আছে। এ দেশে সুগন্ধী ফুলগুলো হলো গোলাপ, বেলি, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা,দোলনচাঁপা, শিউলি ইত্যাদি।

৩. কোন কোন ফুলে গন্ধ নেই?
উত্তর: আমাদের দেশ ফুলের দেশ। আমাদের দেশে নানা রঙের ফুলের মধ্যে কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ এইসব ফুলের কোন গন্ধ নেই।

৪. কাঁচা থাকতে কোন কোন ফল সবুজ রঙের হয়?
উত্তর: আমাদের দেশে হরেক রকমের ফল ফলে। কাঁচা থাকতে যে সকল ফল সবুজ রঙের হয় সেগুলো হল- কাঁচা আম, পেঁপে, পেয়ারা ও বাঙ্গি ইত্যাদি।

৫. কোন কোন ফলের ভেতরটা লাল রঙের হয়?
উত্তর: আমাদের দেশে ফলে হরেক রকমের ফল। পাকা বাতাবিলেবুর ভেতরটা হালকা গোলাপী রঙের হয়। পাকা ডালিমের দানা ও তরমুজের ভেতরটাও লাল রঙের হয়ে থাকে।

আমাদের ছোট নদী

শব্দার্থ:

পাড়ি = পাড়।
ঢালু = নিচু।
হাঁক = চিৎকার করে ডাকা।
বাদলধারা =বৃষ্টি।
খরতর = প্রবল।
সাড়া = শোরগোল বা আলোড়ন।
উৎসব = আনন্দের অনুষ্ঠান।
নাওয়া = গোসল করা।
বাঁকে বাঁকে = নদী বা রাস্তা যেখানে বেঁকে যায়।

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. ছেলেমেয়েরা হাঁটুজলে মাছ ধরেছে।
২. নববর্ষে সারা দেশ উৎসবে মেতে ওঠে।
৩. নদীর কূলে নৌকা বাঁধা আছে।
৪. এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।
৫.আমার এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নি।
৬. রোদে বালি চিকচিক করে।
৭. নদীর ধারে সাদা কাশবন দেখা যায়।
৮. আমাদের ছোট নদী কবিতাটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্নোত্তর দাও:

১. বাঁকে বাঁকে কী বয়ে চলে?
উত্তর: 'আমাদের ছোট নদী' কবিতায় বাঁকে বাঁকে ছোট নদী বয়ে চলে।

২. বৈশাখ মাসে ছোট নদীর পানি কতোটুকু থাকে?
উত্তর: বৈশাখ মাসে ছোট নদীর পানি হাঁটুজল থাকে।

৩. নদীর দুই ধার দেখতে কেমন?
উত্তর: 'আমাদের ছোট নদী' কবিতায় উল্লেখিত ছোট নদীর দুই ধার উঁচু আর দুই পাড় নিচু।

৪. রাতে কী শোনা যায়?
উত্তর: নদীর ধারে মাঝে মাঝে শিয়ালের হাঁক শোনা যায়।

৫. নদীতে কীভাবে ছেলেমেয়েরা মাছ ধরে?
উত্র: 'আমাদের ছোট নদী' কবিতায় ছেলেমেয়েরা আঁচল দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে মাছ ধরে।

৬. কখন নদী পানিতে ভরে যায়?
উত্তর: ছোট নদীতে আষাঢ় মাসে যখন বাদল অর্থাৎ বৃষ্টি নামে তখন নদী পানিতে ভরে যায়।

<u>এক কথায় উত্তর দাও:</u>

১. 'আমাদের ছোট নদী' কবিতার কবি কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. কোন মাসে বাদল নামে?
উত্তর: আষাঢ়।

৩. বনে বনে কেন সাড়া পড়ে যায়?
উত্তর: বাদল নামলে।

৪. দুই ধার উঁচু তার -------তার পাড়ি। শূণ্যস্থানে কী বসবে?
উত্তর : ঢালু।

৫. 'ধারা খরতর' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: স্রোতের ধারা।

৬. 'নাওয়া' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : গোসল করা।

৭. 'খরতর' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: প্রবল।

৮. রাতে ওঠে মাঝে মাঝে কিসের হাঁক শোনা যায়?
উত্তর: শিয়ালের।

৯. ছোট নদীতে কখন হাঁটুজল থাকে?
উত্তর: বৈশাখ মাসে।

১০. কিচিমিচি করে সেথা-----ঝাঁক। শূণ্যস্থানে কী বসবে?
উত্তর: শালিকের।

১১. আঁচলে ছাঁকিয়া তারা কী মাছ ধরে?
উত্তর: ছোট মাছ।

১২. কোন মাসে নদী ভরো ভরো থাকে?
উত্তর: আষাঢ় ।

১৩. বরষায় উৎসবে কী জেগে ওঠে?
উত্তর: পাড়া।

দাদির হাতের মজার পিঠা

শব্দার্থ:

ধুম =জাঁকজমক।
ভানা = শস্য থেকে খোসা বা তুষ ছাড়িয়ে নেওয়া।
অনুষ্ঠান = আয়োজন, উৎসব।
সুন্দর = ভালো, উত্তম।
উনুন = চুলা।
ভাপ = গরম পানির ধোঁয়া।
সিদ্ধ = আগুনের তাপে রান্না করা।
মজাদার = সুস্বাদু, স্বাদের খাবার।
অঞ্চল = এলাকা, দেশের বিভিন্ন অংশ।
বিখ্যাত = নামকরা।

শুন্যস্থান পুরণ কর:

১. ভাপ দিয়ে তৈরি হয় ভাপা পিঠা।
২. গোলাপ দেখতে সুন্দর।
৩. অতিথির জন্য মজাদার খাবার রান্না হচ্ছে।
৪. আমরা গানের অনুষ্ঠানে যাই।
৫. আমরা সিদ্ধ ডিম খাই।
৬.উনুনে ভাত বসাও।
৭. টাঙ্গাইলের চমচম বিখ্যাত।

যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে শব্দ তৈরি কর:

ষ্ঠ = ষ্ + ঠ; কাষ্ঠ, পৃষ্ঠা, অনুষ্ঠান
র্ষ = (র্)রেফ + ষ ; বর্ষ, হর্ষ, বর্ষা
ত্র = ত্ +(্র)র-ফলা ; পাত্র, ছাত্র, রাত্র
ষ্প = ষ্ + প; পুষ্প, নিষ্পাপ, বাষ্প
দ্ধ = দ্ + ধ; বিদ্ধ, শুদ্ধ, সিদ্ধ
স্থ = স্ + থ; সুস্থ, আস্থা, উপস্থিত
ঞ্চ = ঞ্ + চ; চঞ্চল, পঞ্চাশ, অঞ্চল
খ্য= খ্ + (্য) য-ফলা; খ্যাপা, ব্যাখ্যা, বিখ্যাত

এক কথায় উত্তর দাও/ ছোট প্রশ্নের উত্তর দাও:

১. পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে কখন?
উত্তর: বাংলাদেশের শীতকালে পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এ সময় ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে।

২. চাল গুঁড়ো করা হয় কেন?
উত্তর : ধান তোলার পর চাল গুঁড়া করা হয়। তা দিয়ে নানা ধরণের পিঠা বানানো হয়। নানা অনুষ্ঠানে খাওয়া হয় এই পিঠা।

৩. ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে কী পিঠা বলে?
উত্তর: বাংলাদেশের পিঠার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে ভাপা পিঠা বলে।

৪. ভাপে পিঠা বানাতে কী কী লাগে?
উত্তর: ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে ভাপা পিঠা বলা হয়। ভাপা পিঠা বানাতে যা যা লাগে –
ক. পিঠা বানানোর গুঁড়া;
খ. খেজুরের গুড় বা সাধারণ গুড়;
গ. কোরা নারকেল;
ঘ. পানি ভর্তি হাঁড়ি।

ব্যাকরণ
তৃতীয় অধ্যায়- মাত্রা, কার ও ফলা

১. মাত্রা কাকে বলে?

উত্তর: বর্ণ লেখার সময় বর্ণের উপর (-) এরূপ একটি রেখা থাকে, একে মাত্রা বলে।

২. মাত্রা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: মাত্রার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বাংলা বর্ণমালাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-
(১) পূর্ণ মাত্রার বর্ণ;
(২) অর্ধ মাত্রার বর্ণ;
(৩) মাত্রা ছাড়া বর্ণ।

৩. পূর্ণ মাত্রা যুক্ত বর্ণ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: পূর্ণ মাত্রা যুক্ত বর্ণ ৩২টি; যথা-

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ক	ঘ
চ	ছ	জ	ঝ	ট	ঠ	ড	ঢ
ত	দ	ন	ফ	ব	ভ	ম	য
র	ল	ষ	স	হ	ড়	ঢ়	য়

৪. অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ কয়টি ও কী কী?

উত্তর : অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ ৮টি। যথা-

ঋ	খ	গ	ণ	ধ	প	শ	থ

৫. মাত্রা ছাড়া বর্ণ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: মাত্রা ছাড়া বর্ণ ১০টি। যথা

এ	ঐ	ও	ঔ	ঙ	ঞ	ৎ	ং	ঃ	ঁ

৬. কার কাকে বলে? বাংলা ভাষায় কার কয়টি ও কী কী?

উত্তর: উচ্চারণের সময় অ-ছাড়া অন্য স্বরবর্ণগুলোর যে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়, তাকে কার বলে।

বাংলা ভাষায় কার ১০টি। যথা-

আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার, এ-কার, ঐ-কার, ও-কার, ঔ-কার।

বিপরীতার্থক শব্দ:

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	চালাক	বোকা
অলস	পরিশ্রমী	চেনা	অচেনা
অস্ত	উদয়	ছাত্র	ছাত্রী
অদৃশ্য	দৃশ্য	ছোট	বড়
অধিক	অল্প	ছেলে	মেয়ে
অন্ধকার	আলো	উচিত	অনুচিত
আয়	ব্যয়	উত্তম	অধম
আদান	প্রদান	উপস্থিত	অনুপস্থিত
আদি	অন্ত	উঁচু	নিচু
আসল	নকল	উত্তর	দক্ষিণ
আসমান	জমিন	উত্থান	পতন
আস্থা	অনাস্থা	কঠিন	তরল
আমদানি	রপ্তানি	কুৎসিত	সুন্দর
আপন	পর	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
আরম্ভ	শেষ	কাঁচা	পাকা
ইহকাল	পরকাল	কালো	সাদা
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ক্লান্ত	অক্লান্ত

রচনা

গরু

ভূমিকা: গরু গৃহপালিত প্রাণী। এটি অতি উপকারী প্রাণী। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গরু পাওয়া যায়।

আকৃতি: গরু প্রায় চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং ছয়-সাত ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এর সারা শরীর ছোট ছোট লোমে আবৃত। এর দুটি কান, দুটি শিং, চারটি পা ও একটি লম্বা লেজ আছে।

স্বভাব: গরু খুব সহজে পোষ মানে। গাভী বাছুরকে খুব ভালোবাসে। কেউ বাছুরের কাছে এলে তাড়া করে।

খাদ্য: গরু ঘাস, লতা-পাতা ও খড় খায়। খইল, ভুষি আর ভাতের মাড় এদের প্রিয় খাদ্য।

উপকারিতা: গরু আমাদের অনেক উপকার করে। এর দুধ খুব পুষ্টিকর ও আদর্শ খাদ্য। এর মাংস আমাদের খুব প্রিয়। গরুর গোবর থেকে ভাল সার হয়। বলদ গরু হাল ও গাড়ি টানে।

উপসংহার: গরু আমাদের অনেক উপকার করে, তাই গরুর প্রতি আমাদের যত্ন নেয়া উচিত।

কাঁঠাল

ভূমিকা: কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। এটি একটি রসালো, মিষ্টি ও সুস্বাদু ফল।

কোথায় জন্মে: কাঁঠাল বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় জন্মে। তবে গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় কাঁঠাল বেশি জন্মে।

কখন জন্মে: কাঁঠাল গ্রীষ্মকালীন ফল। কাঁচা কাঁঠাল সবুজ রঙের হয়ে থাকে। একটি গাছে এক সাথে অনেকগুলো কাঁঠাল জন্মে।

উপকারিতা: কাঁঠাল একটি রসালো ফল। কাঁচা কাঁঠাল তরকারি হিসাবে খাওয়া যায়। কাঁঠাল গাছের সুন্দর কাঠ হয়।

উপসংহার: কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। তাই এ চারা রোপন করা উচিত এবং এর উৎপাদন আরো বাড়ানো আমাদের দায়িত্ব।

আমাদের গ্রাম

ভূমিকা: আমার গ্রামের নাম বলাশপুর। এটি ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। এ গ্রামটি বেশ বড়।

অবস্থান: এটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, এর পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

জনসংখ্যা : আমার গ্রামে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস। এখানকার বেশিরভাগ লোক কৃষি কাজ করে । এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৭৫জন।

গুরুত্ব: আমাদের গ্রাম একটি আদর্শ গ্রাম। এই গ্রামে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি কলেজ এবং ১টি মাদ্রাসা আছে। এছাড়া এখানে একটি বাজারও আছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: এখানে একটি পাকা রাস্তা আছে। আমরা বাসে-রিকশায় করে সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারি।

উপসংহার: আমাদের গ্রামটি অত্যন্ত সুন্দর। আমরা গ্রামকে ভালবাসি এবং এর সব রকমের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি।